AMFI-WB WE-LEAD Project

Individual Case Study:

Overcoming Adversity through the WE-LEAD Project - The Story of Mrs. Bharti Kumari Sah:

Background:

Lavpur Block, Birbhum District:

In the small village of Laghata, under the jurisdiction of the gram panchayat of Labhpur-1 block in Birbhum district, Mrs. Bharti Kumari Sah's story stands as a testament to resilience and empowerment. Mrs. Sah embarked on a trans formative journey through the WE-LEAD Project, overcoming significant personal and familial challenges to establish a successful tailoring business.

Family Tragedy

Mrs. Bharti Kumari Sah's family situation was dire, characterized by constant unrest and financial instability. Despite these obstacles, Mrs. Sah's determination to improve her circumstances led her to leverage her pre-marriage tailoring skills and seek further training through the WE-LEAD Project. This project, aimed at empowering women through skill development and financial support, provided Mrs. Sah with the necessary tools to break free from her challenging environment.

Intervention Support

In April 2023, the SIDBI Launched WE-LEAD Project of AMFI-WB, commenced in Sankrail block of Birbhum district. Bharati Kumari Sah was surveyed on August 9, 2023, and was introduced to the EDP module and concepts of entrepreneurship, Mrs. Sah demonstrated remarkable perseverance. With financial assistance amounting to 30,000 rupees from Bandhon Bank, she purchased a sewing machine, a pivotal step towards establishing her independence.

This investment allowed her to set up a small tailor shop adjacent to the rice mill where she previously mended sacks, marking the beginning of her entrepreneurial journey.

Training and Resilience

Mrs. Sah's tailor shop quickly became a hub for the local community. Initially focusing on mending rice mill sacks, she expanded her services to making clothes for local residents. Her dedication and skill earned her a reputation, and she soon began discussions about producing school uniforms, further diversifying her business offerings.

Financial Stability and Family Cooperation

Currently, Mrs. Sah earns between Four thousand to Five thousand rupees per month. This steady income has not only improved her financial situation but also contributed to a more harmonious family environment. After paying the weekly installment to Bandhon Bank, the financial pressure on her family has significantly reduced, fostering greater cooperation and peace within the household.

Current Situation and Future Aspirations

The impact of the WE-LEAD Project on Mrs. Sah's life is profound. Her journey from a state of financial instability and familial discord to becoming a respected tailor and entrepreneur highlights the transformative power of skill development and financial empowerment. Mrs. Sah's story serves as an inspiration to other women in her community, illustrating that with the right support and determination, it is possible to overcome significant challenges and achieve financial independence.

Mrs. Bharti Kumari Sah's success story underscores the importance of projects like WE-LEAD that focus on empowering women through training and financial assistance. Her ability to create a sustainable business and foster a peaceful family environment is a testament to her resilience and the effectiveness of the WE-LEAD Project. This case study not only celebrates Mrs. Sah's achievements but also reinforces the need for continued support for women's empowerment initiatives in rural areas.

AMFI-WB WE-LEAD Project

স্বতন্ত্র কেস স্টাডি:

WE-LEAD প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রতিকূলতা অতিক্রম করা - পূজা দাসের গল্প

প্রেক্ষাপট:

লাভপুর ব্লক, বীরভুম জেলা:

বীরভূম জেলার লাভপুর-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত লাঘাটা গ্রামে, ভারতী কুমারী সাহের গল্পটি সাহস এবং সামর্থ্যের প্রমাণ মৃত্যুর পরিবারিক ঝড় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা দিয়ে ভরা ভারতী সাহের গল্পে সততা ও শক্তিশালী প্রতিবাদ রয়েছে ভারতী সাহ অতি দুঃসাহসিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলভাবে একটি সফল টেলারিং ব্যবসা স্থাপন করেছিলেন

পারিবারিক দুঃখজনক ঘটনা

এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারে ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা, ছোট কন্যা পূজা দাস এক কর্মহীন ছেলের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে নেয়। লজ্জায় দুঃখে বাবা মা কন্যার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

পূজা দাস অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম প্রথম সব ঠিক থাকলেও কিছুদিনের মধেই নিজের ভুল বুজতে পারে। শাশুড়ির অমানবিক ব্যাবহার এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে কষ্ট সহ্য করতে থাকে। কারন তার আর বাড়ি ফেরার মুখ ছিল না। স্বামী প্রথম প্রথম ভাল ব্যাবহার করলেও ধীরে ধীরে সেও পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং তার সাথে শুরু হয় মারধর। এর মধ্যেই পূজা বুঝতে পারে যে সে গর্ভবতী , সেই কথা স্বামী ওঃ শ্বশুরবাড়ির লোক জেনেও অত্যাচারে কমতি থাকে না, বাড়ির সমস্ত কাজ তাকেই করতে হত এই অবস্থায়।

পূজা বুঝতে পারে এমন চলতে থাকলে তার ও তার বাচ্চা বাঁচবে না, তাই একদিন পালিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসে। বাবা মা সমস্ত কথা শুনে ও নিজের মেয়ের এমন অবস্থা দেখে কাছে টেনে নেয়। এর পর পুজার বাচ্চা জন্ম হওয়া পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোক কোনও খোঁজ খবর নেয় না। ০১/১২/২০২২ তারিখে পূজা একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেয়। এই খবর পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় স্বামীর অত্যাচার যে কোণো প্রকারে সে ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়।

হস্তক্ষেপ এবং সমর্থন

এর মধ্যেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে SIDBI Supported AMFI – WB এর We Lead Project শুরু হয়। ০৯/০৮/২০২৩ তারিখ পূজা দাস এর বেসলাইন সার্ভে হয় এবং নিয়ম মত EDP মদিউল বোঝানো এবং তাঁদের Entrepreneur ও Entrepreneurship বিসয়ে উদবুদ্ধ করা হয়। We Lead Project যেন পূজার কাছে জিবনের এক নতুন দ্বার খুলে দেয় কারন অল্প বয়সের ভুলের কারনে সে পড়াশোনায় আর যুক্ত হতে পারেনি, কিন্তু জিবনে কিছু একটা করে নিজের ছেলেকে বড়ো করার একটা জেদ তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ইতিমধেই।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্খা

বিউটিশিয়ান ট্রেড প্রশিক্ষন এর মাধ্যমে পূজা নতুন ভাবে জীবন বাঁচতে শুরু করে, কিন্তু অতিতের কালো ছায়া যেন তাঁর পিছু ছাড়ে না। এর মধ্যেই একদিন তাঁর স্বামী এসে হাজির হয় এবং ছেলেকে জোর করে নিয়ে যেতে চায় পূজার বাবা বাধা দিলে তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে চলে যায়। পূজা এবং তাঁর মা সারা রাত থানার সামনে বসে থাকলে পুলিশ সকালে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দেয়। কেস করতে চাইলে এলাকার কিছু প্রভাবশালি মানুষ তাঁদের ভয় দেখায় যে পুলিশ পুজাকে এবং তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে তাই ভয়ে আর কেস করে না তাঁরা । এই ঘটনার পর পূজা ক্লাস এ আসা বন্ধ করে দেয় এবং বাড়ি থেকেও বেরয় না। খোঁজ নিয়ে সব জানার পর AMFI – WB এর BOARD Member নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে বিষয়টি জানাই। তৎক্ষণাৎ তারা এর বিরুধে কাজ শুরু করেন, তাঁকে কাউন্সিলিং করেন এবং ওই ছেলে এবং তাঁর পরিবারের বিরুধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন।

বর্তমানে পূজার প্রশিক্ষন দুই মাস চলছে, ইতিমধেই সে বাড়িতে কাজ করার পাশাপাশি আশেপাশের প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিজের প্রতিভা দ্বারা উপার্জন করা শুরু করেছে। থ্রেডিং, ফেশিয়াল, হেয়ার কাটিং এর কাজ করছে পূর্ণ উদ্দ্যগে। তাঁর স্বপ্ন নিজের একটা পার্লার খুলবে এবং উপার্জন করে নিজের ছেলেকে বড়ো করার পাশাপাশি মা বাবার দুঃখ দূর করবে ।